

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

137791 - স্বামী ফজররে নামাযের সময় উঠতে পারবে না, ঘুমিয়ে থাকবে বধি়য় স্ত্রী তাকে সহবাস করতে বাধা দয়ো ক'ঠিকি হব?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একজন ববাহতি নারী। একজন দ্বীনদার মানুষের সাথে আমার বয়িে হয়ছে। আলহামদু লল্লিলাহ তার অনকে ভাল গুণ রয়ছে। সমস্যা হচ্ছ- তার ঘুম খুব ভারী। ঘুমালে ফজররে নামাযের জন্য সহজে উঠতে পারে না। অধিকাং সময় সে যদি জুনুবি অবস্থায় (নাপাক অবস্থায়) থাকে সে ঘুম থেকে উঠতে পারে না। এতে ক'আমার গুনাহ হব? আমি নিশ্চিতিভাবে জানি য়ে, আমযিত চেষ্টা করি না কনে সে নামাযের জন্য উঠতে পারবে না। বিশেষতঃ সে যখন সফর থেকে আসে অথবা ক্লান্ত থাকে। তাই তার নামাযের কারণে আমি ক' (সহবাস) থেকে বরিত থাকতে পারি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিলাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বছি়নায় ডাকবে তখন সে ডাকে সাড়া দয়ো ফরজ। দললি হচ্ছ সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি এ আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি হাদসি: “যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বছি়নায় ডাকে কন্থি স্ত্রী ডাকে সাড়া না দয়ে ফলে স্বামী রাগ করে থাকে তখন ভোর হওয়া পর্যন্ত ফরেশেতার তার উপর লানত করতে থাকে।”

শাইখুল ইসলাম (রহঃ) বলেন:

যখন স্বামী স্ত্রীকে বছি়নায় ডাকবে তখন ডাকে সাড়া দয়ো স্ত্রীর উপর ফরজ...। যদি ডাকে সাড়া না দয়ে তাহলে স্ত্রী গুনাহগার ও অবাধ্য হব। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশে দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করে না।” [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৩/১৪৫-১৪৬) থেকে সংকলতি]

সহবাসের পর স্বামী যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর দায়তিব ফজররে নামাযের জন্য স্বামীকে জাগিয়ে দয়ো। যদি স্বামী

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অবহলো করে না জাগে তাহলে স্বামীর গুনাহ হবে। স্ত্রীর কোন গুনাহ হবে না। সুতরাং স্ত্রীর উচতি তার দায়িত্ব পালন করা। স্বামীর নামাযের দায়িত্ব ও অবহলোর দায় তার উপর, যদি সই অবহলো করে।

ফকিহবদিগণ স্বামীর বদলে স্ত্রী সংক্রান্ত একটি মাসয়লার হুকুম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সটে এখানে উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিস্কার হবে:

রমলি (রহঃ) বলেন: যদি স্বামী জানেন যে, যদি রাত্রে সহবাস করলে তাহলে স্ত্রী ফজরের নামাযের সময় গোসল করবে না; এতে করে তার নামায ছুটে যাবে, ইবনে আব্দুস সালাম বলেন: এ প্রক্ষেপিতে স্বামীর উপর সহবাস করা হারাম হবে না। নামাযের সময় স্ত্রীকে গোসল করার নরিদশে দিবে। ফাতাওয়াল আহনাফ গ্রন্থেও এমন একটি ফতোয়া রয়েছে।[হাসিয়াতুহু আলা আসনাল মাতালবি (৩/৪৩০) থেকে সংকলতি]

নাওয়াযলিলি বারযালি গ্রন্থে আছে:

ইযুদ্দনিকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: যে ব্যক্তি রাত্রে ছাড়া স্ত্রী সহবাসের সুযোগ পান না। রাত্রে যদি স্ত্রী সহবাস করলে তাহলে স্ত্রী গোসল করতে অসত্যা করে; এতে তার নামায ছুটে যায়। এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য কি সহবাস করা জায়যে হবে, এতে করে স্ত্রীর নামাযের অসুবিধা হোক বা না-হোক?

তনি উত্তরে বলেন: স্বামীর জন্য রাত্রে স্ত্রী সহবাস করা জায়যে হবে। স্বামী স্ত্রীকে ফজরের সময় নামায পড়ার নরিদশে দিবে। যদি স্ত্রী নামায পড়ে তাহলে তে ভাল। আর যদি না পড়ে স্বামী তার দায়িত্ব পালন করেছে।[ফাতাওয়াল বারযালি (১/২০২) থেকে সংকলতি]

সারকথা হচ্ছে- আপনার জন্য স্বামীকে সহবাস করতে বাধা দেয়া জায়যে হবে না। আপনি নামাযের জন্য তাকে জাগিয়ে দিবেন। সে যদি অবহলো করে নামায দেরি করে পড়ে তাহলে তার গুনাহ হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।